Script - Synopsis -Web Series
ICON
Episode – 01

- রাতের ঢাকা শহরের একটি ড্রোন শট। শুরুতেই দেখা যাবে এয়ারপোর্ট থেকে একজন লোক বের হয়ে হোটেলের দিকে যাচ্ছে। পরদিন সকালে বিদেশী ফটোগ্রাফার ক্যামেরাসহ হোটেল থেকে বের হয়ে শহরে হাটছে। হাটতে হাটতে শহর জুড়ে একটি পোষ্টার তার চোখে পরছে। We Want Justice একটি কিশোর হত্যার বিচার চাওয়ার দাবী। অনেক মানুষ এই পোষ্টারগুলো দেখছে। বিদেশী ফটোগ্রাফার এসবের ছবি তুললো এবং তার কৌতুহল হলো এই বিষয়ে জানার। পাশ থেকে একজন রিকশাচালক তাকে ডাকলো। রিকশাচালক তাকে জিজ্ঞাসা করলোঃ Wanna Know about that boy? বিদেশী আগ্রহ প্রকাশ করার পর রিকশাচালক তাকে একটি গোপন কক্ষে নিয়ে যায়। তারপর চা-সিগারেট খেতে খেতে ঘটনা বলতে শুরু করে → There was a boy in Dhaka city.....

  সদরঘাটে ড্রোন উড়ছে। লঞ্চের ছাদে এক কিশোর দাড়ানো। এই ছেলেটি গল্পের হিরো। লঞ্চ থেকে নেমে ছেলেটি টার্মিনাল থেকে বের হচ্ছে এবং পকেট থেকে বাটন ফোন বের করে কাউকে ডায়াল করলো। হঠাৎ ছেলেটিকে কয়েকজন পুলিশ আক্রমন করলো। শুরু হলো রাজপথ অলিগলি দিয়ে দৌড়াদৌড়ি। শহরের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে। দৌড়াতে দৌড়াতে ছেলেটি একটি গোডাউনের ভিতর গিয়ে ক্লান্ত হয়ে লুকালো। সেখানে একজন লোক বসা মহাজনের টাইপের। পুলিশও সেখানে উপস্থিত হলো। প্রথমে ছেলেটি একটু অবাক হয়ে তারপর হাসতে শুরু করলো। শরীর কাপাঁনো অট্টহাসি। পুলিশও সাথে হাসছে। মহাজন লোকটি সম্পর্কে ছেলেটির মামা। পরে দেখা গেলো পুলিশ এবং এতক্ষণ দৌড়াদৌড়ি সব কিছু ছেলেটির সাজানো। মামাকে বললো পুলিশদের পারিশ্রমিক দিয়ে দিতে। মামা পারিশ্রমিক দিয়ে পুলিশদের বিদায় করে ছেলেটিকে জিজ্ঞাস করলো ক্যান করলি এসব? ছেলেটি উত্তর দিলো "ডিমান্ড বাড়াইলাম" এটা বলে বস্তা চেপে ধরলো। তারপর ফ্ল্যাশব্যাক.....

  মা ছেলের মনমালিন্য গ্রামের বাড়িতে। ছেলের চলাফেরায় মা অতিষ্ট। বাবা চলে গেছে মা-ছেলেকে ফেলে অনেক আগেই। মা রাগ করে কিছু কথা বলাতে ছেলে কষ্ট পেয়ে গৃহ ত্যাগ করে। গ্রাম দিয়ে যাওয়ার সময় একজন লোকের হাত থেকে বাটন ফোন ছিনিয়ে দৌড় মারল। তারপর সেই ফোন দিয়ে ঢাকায় মামাকে ফোন দিয়ে জানায় সে ঢাকায় আসতেছে এবং কয়েকজন লোক এবং এফডিসি থেকে পুলিশ ড্রেস রেডি রাখতে বলে। রাগ করে গলার তাবিজ ছিড়ে ফেলে। ব্যাক টু সিন.....ফ্ল্যাশব্যাক শেষ।

  বস্তা ছেড়ে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে মামাকে বলে যার তার পিছনে পুলিশ লাগে না। যার পিছনে পুলিশ লাগে তার ডিমান্ড বাইড়া যায়। কালকেই অফার আইবো। ঢাকার অলিগলি রাজপথ কাপাইছি। দিছি ডিমান্ড বাড়াইয়া। তারপর আবার অট্টহাসি।

Episode – 02

- গ্রামে ছেলেটির মা উঠানে শুয়ে কান্নাকাটি করছে। ছেলে রাগ করে চলে গেছে সেই শোকে। পাশে বসে অন্য মহিলারা তাকে বুঝাচ্ছে। ঐদিকে শহরে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে ছেলেটি। হঠাৎ দরজায় নক। দরজা খোলা মাত্র ওপাশ থেকে কেউ একজন টান দিয়ে তাকে নিয়ে চলে গেল। বিদেশী ফটোগ্রাফার রিকশাচালকের কাছে জানতে চায় ছেলেটিকে কে নিয়ে গেলো? রিকশাচালক উত্তর দেয় → A person from the mafia of the underworld of Dhaka city. আরেকটি কিশোর বয়সী ছেলে

মাফিয়ার শরীর ম্যাসাজ করছে। এই ছেলেটি গল্পের দ্বিতীয় হিরো। মাফিয়া শরীর ম্যাসাজে অসন্তষ্ট হয়ে তাকে একটি চড় মারে। এমন সময় ঐ ছেলেটিকে নিয়ে মাফিয়ার আস্তানায় প্রবেশ করলেন লোকটি। ছেলেটির পিছনে পুলিশ লেগেছিলো জানতে পারেন মাফিয়া। মাফিয়া জিজ্ঞাস করে থাকতে পারবি নাকি দুই দিন পরে পালাইবি? ছেলেটি উত্তর দেয় "আমি যা পারমু তা আমার বয়সের অন্য কেউ পারবো না। ঢাকা শহর এমনিতেই চিপা জায়গা আর তার চাইতে চিপা আমি"। মাফিয়া মুগ্ধ হইলো এমন সময় মাফিয়ার যে ডান হাত সেই লোকের প্রবেশ। সবাই অবাক হয়ে তাকে দেখবে। তারপর ছেলেটিকে থাকার ব্যবস্থা করা হবে এবং টাকা দিবে। ছেলেটি বের হয়ে কোথাও যাবার পথে এক ভিক্ষুককে কিছু টাকা দিবে। তারপর এক সেলুনে প্রবেশ করবে এবং শরীর ম্যাসাজ করা শিখবে। আবার মাফিয়ার কাছে ফেরত এসে শরীর ম্যাসাজ করতে শুরু করবে। মাফিয়া সন্তষ্ট হবে। এবং দ্বিতীয় কিশোর ছেলেটি রাগান্বিত হবে। কারণ তার স্থান দখল হয়ে যাচ্ছে।

Episode – 03

- দেখা যাবে ছেলেটি ইতিমধ্যে মাফিয়া দলের হয়ে বেশ কিছু কাজ করেছে এবং দলে আরো পাকাপোক্ত জায়গা করে নিয়েছে। কিছুদিন পর ছেলেটি গ্রামে গেছে মায়ের সাথে দেখা করতে। যাবার সময় একটি নতুন ফোন নিয়ে গেছে সেই লোকের জন্য গ্রাম থেকে বের হওয়ার সময় যার ফোন নিয়ে পালিয়ে ছিলো। মার জন্য নতুন কাপড় নিয়েছে। দুজন ইমোশনাল হয়ে পড়েছে। রিকশাচালকের মুখে এসব শুনে বিদেশী ফটোগ্রাফারও ইমোশনাল হয়ে পড়েছে। ছেলেটি মাকে বলছে সে ঢাকায় একটি ভালো কাজ পেয়েছে। যাওয়ার সময় ছেলেটি তার মায়ের কাছে বাবার পরিচয় জানতে চাইলো। মা একটি ছবি দেখালো যা আগে কখনো দেখায় নি। ছেলেটি ছবি দেখে রহস্যজনক একটি হাসি দিয়ে ছিড়ে ফেললো। তারপর ঢাকায় ফিরে আসলো । এদিকে মাফিয়া যেকোনো জায়গায় গেলে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে যায়। কারণ সবসময় ছেলেটি মাফিয়ার শরীর ম্যাসাজ করতে থাকে। এটা দিয়ে সে মন জয় করে ফেলেছে।

Episode – 04

- দুই কিশোরের মধ্যে হিংসামূলক দ্বন্দ শুরু হয়। কারণ একজনের জন্য আরেকজনের জায়গা দখল হচ্ছে এবং পরিকল্পনা নষ্ট হচ্ছে। কারণ ওই ছেলেটিও কোনো এক পরিকল্পনা নিয়ে ঢুকেছিলো। অন্যদিকে ডিবি পুলিশ পরিকল্পনা করছে কিভাবে একত্রে মাফিয়াদের ধরা যায়? ডিবি পুলিশের ব্যাপক পরিকল্পনা। কারণ মাফিয়াদের ধরলে যেকোনো সময় ধরা যায়। কিন্ত তাদের সকল আস্তানায় একত্রে অ্যাটাক দেওয়ার ক্লু খুজছে। ওইদিকে দুই কিশোর বন্ধু হয়ে যায়। কারণ তাদের দুজনের টার্গেট প্রায় কাছাকাছি। ফটোগ্রাফার অবাক।

Episode – 05

- ডিবি পুলিশ মাফিয়াদের কিছু জায়গায় রেড দেয়। এতে ডিবির উপর থেকে লিডারের প্রেসার আসে এবং ডিবি আরো তৎপর হয়ে যাবে। এদিকে ডিবিকে সাহায্য করবে সেই ভিক্ষুক। যাকে ঐ কিশোর টাকা দিতো মাঝে মাঝে। প্রত্যেকটা নোটে লেখা ছিলো মাফিয়াদের তথ্য। এদিকে মাফিয়াদের পার্টির আয়োজন শুরু হচ্ছে। ওদিকে দুই কিশোর যে ঘরে থাকে সেখানে কেউ একজন মাফিয়াদের ব্যাপারে ফোনে তথ্য জানাচ্ছিলো। এই কথা দরজার বাহির থেকে কেউ একজন শুনে দরজা ভেঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুকে দেখে দ্বিতীয় হিরো অর্থ্যাৎ সেই কিশোর। তারপর লোকটি ছেলেটিকে মেরে ফেলে। এরপর আবার প্রথম হিরো লোকটিকে মেরে ফেলে। তারপর দৌড়ে যেয়ে মাফিয়াদের কাছে খবর দেয় যে ওরা দুজন মারামারি করে মরে গেছে। ফটোগ্রাফার আবারো অবাক।

Episode – 06

- আইটেম সং চলছে। সবাই মাস্তি করছে। হিরো মাফিয়ার শরীর ম্যাসাজ করছে। গানের শেষে ডিবি পুলিশের অ্যাটাক এবং জানা যায় ঢাকার সবগুলো জায়গায় একই সময় অ্যাটাক হয়েছে। ডিবি পুলিশ সবাইকে ধরলো শুধু ছেলেটিকে ছাড়া । মাফিয়া অবাক। ফ্ল্যাশব্যাকে দেখা যায় → ঢাকায় এন্ট্রি নেবার পর পুলিশের সাথে দৌড়াদৌড়ির ঘটনার পর ডিবি পুলিশ মাফিয়ার আগে ছেলেটির খবর পেয়েছিলো এবং তাকে ডেকেছিলো। তার মানে এতদিন মাফিয়াদের সঙ্গে থেকে ছেলেটি ডিবির হয়ে কাজ করেছে। মাফিয়া এবং তার ডান হাত লোকটি রাগান্বিত আর ছেলেটি হাসছে। সেই অট্টহাসি আর বলছে "খেইলা দিলাম। এইডারে কয় টস ছাড়া ম্যাচ"। থানা হাজতে বসে মাফিয়া এবং তার ডান হাত লোকটি কথা বলছে। এমন সময় ছেলেটি সেখানে হাজির। তাকে দেখে দুজনেই রাগান্বিত। মাফিয়ার ডান হাত লোকটি ছেলেটিকে গাদ্দারের বাচ্চা বলে গালি দিবে। ছেলেটি বলবে আমি গাদ্দারের বাচ্চা হলে গাদ্দার তো আপনি। তারপর দেখা যাবে সেখানে ছেলেটির মায়ের এন্ট্রি। ফ্ল্যাশব্যাকে দেখা যাবে → গ্রামে যেই ছবিটি দেখার পর ছেলেটি ছিড়ে ফেলেছিলো সেই ছবিটি ছিলো মাফিয়ার এই ডান হাত লোকের। সবাই অবাক এবং ইমোশনাল। রিকশাচালকও ফটোগ্রাফারও ইমোশনাল।

  অবশেষে সব মিশন শেষ হওয়ার পরেও ছেলেটি একটি উচুঁ ছাদে দাড়িয়ে বলতেছে কি ভাবছেন আপনারা আমার কাজ শেষ? নাহ! এখনও বাকী। সেই অট্টহাসি। ফ্ল্যাশব্যাকে দেখা যাবে→ দ্বিতীয় হিরো যখন খুন হয়েছিলো তখন ঘরের ভিতর প্রথম হিরো ফোনে কথা বলতেছিলো ডিবির সাথে। প্রথম হিরোকে বাঁচানোর জন্য বন্ধু হিসেবে দ্বিতীয় হিরো জীবন দিয়েছিলো। মরার আগে বলেছিলো তার টার্গেট যেনো প্রথম হিরো পূরণ করে। এখন এই টার্গেট পূরণই প্রথম হিরোর বাকী অসম্পূর্ণ কাজ। রাতের খোলা বাতাসে ছেলেটি হেঁটে কোথাও যাচ্ছে। আচমকা একটি গুলি এসে লাগে তার পীঠে। ফটোগ্রাফারের হাত ফসকে যায় লিখতে গিয়ে .....

Chapter 2 Coming Soon